দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 SEP 1998 ...
পৃষ্ঠা: ৬ ... কলাম ... ৭ ......

এইচএসসি'র ফলাফল

গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ হইয়াছে ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল। ঐ একই দিনে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশ করা হয়। আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের পঞ্চাশ শতাংশের বেশী (৫২.৯৪%) পাস করিয়াছে, আর এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশী (৫৪%) পরীক্ষার্থী। পাঁচটি বোর্ডে সমন্বিত প্রশ্নপত্রের অধীনে একযোগে এইবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল মোট ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৮ জন পরীক্ষার্থী। পাস করিয়াছে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৭৪৮ জন। ফলাফলের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হইল, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় গড়ে অধিক ভাল রেজাল্ট করিয়াছে। আমাদের দেশের মেয়েরা মেধায় যে ছেলেদের চাইতে পিছাইয়া নাই–উক্ত ফলাফল তাহাই প্রমাণ করে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল ৫৪ হাজার ৭৮৪ জন পরীক্ষার্থী। পাস করিয়াছে ২৯ হাজার।

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় যাহারা কৃতকার্য হইয়াছে, ভাল করিয়াছে তাহাদের জানাই অভিনন্দন। যাহারা অকৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কীইবা করার আছে? যাহারা ভাল করিয়াছে তাহাদের সামনে আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যাহারা খারাপ করিয়াছে? এইচএসসি'তে আড়াই লক্ষের উপরে ছাত্র-ছাত্রী কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তাহাদের ভবিষ্যৎ কী? দুঃখজনক সত্য হইল, প্রতি বছরই আমাদেরকে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হইতে হয়। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন জবাব আমাদের জানা নাই। কেহ জবাব দিবার প্রয়োজনও কখনও অনুভব করেন কীনা সন্দেহ।

উক্ত পরীক্ষাগুলিতে যাহারা অকৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের অনেকেই লেখাপড়ার পাঠ চুকাইয়া ফেলিবে। অনেকে আগামী বছর পুনরায় পরীক্ষার বৈতরণী পার হইবার চেষ্টা করিবে। যাহারা কৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের সামনে আগাইয়া যাইবার পথে প্রধান বাধা ঃ ভর্তি সমস্যা। বস্তুতঃ ভর্তি সমস্যা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। পরীক্ষা শেষ না হইতেই এই সমস্যা শিক্ষার্থী ও অভিভাবককুলকে চিন্তিত করিয়া তোলে। এই সমস্যা এখন প্রাথমিক স্তর হইতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেতো শুধু বিত্তবানরাই ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে পারে। তবে ইহার মানে এই নহে যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত। সেখানেও ভর্তি হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের রীমিমত 'ভর্তি যুদ্ধে' অবতীর্ণ হইতে হয়। রল কলেজগুলির কথা। উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কলেজের সংখ্যাও দেশে পর্যাপ্ত নহে। এইসব কলেজের মধ্যে আবার ভাল বা অন্ততঃ চলনসই কলেজের সংখ্যা অনেক কম। তাই প্রতি বছরই এইচএসসি পাস করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই পছন্দনীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তি হইতে পারে না। এইবারও ইহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নহে।

অনেকেই মনে করেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করেন যে, উচ্চশিক্ষার সুযোগ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর জন্যই উন্মুক্ত থাকা উচিত। সবাইকে উচ্চ শিক্ষিত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান পরিস্থিতিই এমন যে, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উচ্চতর ডিগ্রী নেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া তেমন কিছু করারও থাকে না। ফলাফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এইসব বেকার যুবক-যুবতী নিজেদেরও কোন উপকার করিতে পারিতেছে না, উপকার করিতে পারিতেছে না দেশেরও। বরং এইসব বেকারের একটা বড় অংশ হতাশায় নিমজ্জিত হইতেছে। তাই শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢালিয়া সাজানো প্রয়োজন। চাই কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, যেই শিক্ষা ব্যবস্থা অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত বেকার সৃষ্টি না করিয়া দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করিবে। আর এইজন্যই আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজানোর অংশ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমকেও যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক করা দরকার। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় গুণগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইয়া শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার কথা আজকাল আর অস্বীকার করার উপায় নাই।